

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এর যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ শিল্প মন্ত্রণালয়ে সচিব পদে ২৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে যোগদান করেন। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ১৯৮৪ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা।



মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প সচিব পদে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি জেলা প্রশাসক হিসেবে খাগড়াছড়ি জেলা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ওভারসীজ ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, অতিরিক্ত সচিব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগ, ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে রেক্টর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর এ সুদীর্ঘ কর্মজীবনে দেশ-বিদেশ হতে বিভিন্ন সম্মানজনক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সরকারি কাজে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ফ্রান্স, চিলি, কেনিয়া, ঘানা, দক্ষিণ কোরিয়া, জ্যামাইকা, পানামা, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যার জনক।

“ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭” শীর্ষক ডিজিটাল মেলায় বিসিকের অংশগ্রহণ

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : চার দিনব্যাপী (৬-৯ ডিসেম্বর) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক মেগা ইভেন্ট ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭’ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) খাতে সম্ভাবনার দুরার খোলার লক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন ও অর্জন তুলে ধরা হয়। এবারের মেলার মূল আকর্ষণ ছিল সিঙ্গাপুরে প্রস্তুত ও সৌদি আরবের নাগরিকত্ব পাওয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্যোসাল রোবট সোফিয়া। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্যোসাল রোবট সোফিয়ার সঙ্গে কথা বলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধন করেন। কয়েকটি আইটি সংগঠনের সহযোগিতায় আইসিটি বিভাগ ও বেসিস ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭’-এর আয়োজন করে, যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে-‘রেডি ফর টুমরো’। গত ৯ বছরেরও বেশি সময়ে আইসিটি সেগ্টরে বাংলাদেশের যে অর্জন তা নিয়ে বাংলাদেশ আগামীর জন্য প্রস্তুত বলে এ বছরের প্রতিপাদ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ডিশন-২০২১ বাস্তবায়ন এবং দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, ‘আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগে আইসিটি বিভাগ আইসিটির একটি মেগা প্রদর্শনী ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭’-এর আয়োজন করেছে। এ উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে দেশের জনগণ গুরুত্বের সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ করায় আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট সোফিয়ার সঙ্গে কথা বলে চার দিনব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক মেগা ইভেন্ট ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭’ এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ২০০৯ সালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করি। জনগণ এই দর্শনকে স্বাগত জানায় এবং দেশে দ্রুত সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে সংযোগ, সার্ভিস ডেলিভারি, যোগাযোগ, ব্যাংক, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য অনেক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। এই প্রচেষ্টা আইসিটি খাতে বিশ্বায়নে আমাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। তিনি বলেন, ‘আমি আশা করি এসব প্রচেষ্টা ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য আইসিটি খাতে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান, রফতানির মাধ্যমে ৫ কোটি মার্কিন ডলার আয় ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ উন্নয়নে আমাদের সাহায্য করবে। এই প্রদর্শনী বিশ্ব সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দেশের মানুষের উদ্ভাবন, ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগ, উৎপাদন ও দেশের মানুষকে সেবা প্রদানে সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ মোট ৩০০টি প্রতিষ্ঠান ৫০২টি স্টল ও প্যাভিলিয়ন সাজিয়েছিল। বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার এর দিক নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিক নিজস্ব তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কর্মকর্তা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে স্টল স্থাপন করেছে। মেলার বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী বিসিক স্টলে বিসিকের ডিজিটাল সেবাগুলো আগ্রহভরে দেখেন এবং বিসিকের তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। মেলায় বিসিক এর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য বিসিকের আইসিটি প্রধানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুলাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এছাড়া ভূটানের তথ্য ও যোগাযোগমন্ত্রী দিনা নাথ ডঙ্গায়েল; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইমরান আহমেদ; বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতি মোস্তফা জক্কার; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অন্য পাতায়

- ▶ সম্পাদকীয়.....২
- ▶ বিসিক ডবনে হেমন্ত মেলা.....২
- ▶ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম.....৩
- ▶ হস্ত ও কারুশিল্প উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক ভাবনা...৪-৫
- ▶ শিল্পে পরিবেশ সচেতনতা শীর্ষক সেমিনার.....৬
- ▶ সাব-স্ট্রাকচার শাখার কার্যক্রম.....৬
- ▶ অয়োডিন সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসা.....৭



প্রযুক্তি বার্তা

মসৃণতা

“টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প”

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলো দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে। আমরা যে টেকসই উন্নয়নের পথে ইটিছি, দেশের এসব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সে পথকে আরও প্রশস্ত করবে। ছোট ছোট উদ্যোগ একটা সময়ে অনেক বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। দেশে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের উন্নয়ন সময়ের দাবী। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের কাঠামোগত উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করবে। অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে দেশ। তবে সমতা নিশ্চিত না করলে তা টেকসই হবে না। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলনীতি, সকলের অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটা সম্ভব। বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে এই বিপ্লব এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভাবনই এর মূল চালিকা শক্তি। তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান সময়ের উন্নয়নের বড়শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ। টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার নানাবিধ প্রয়াস নিয়েছে। সরকারের এ প্রয়াসের লক্ষ্য স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করা। দেশে বর্তমানে অতি দারিদ্র হচ্ছে ১২.৯% এবং তুলনামূলক দারিদ্র হচ্ছে ২৪.৩%। বঙ্কত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সর্বক্ষেত্র থেকে দারিদ্র ও বঞ্চনা দূর করার কথা বলা হয়েছে। একটি কথা না বললেই নয়: ক্ষুদ্র সম্বলগুলির উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে যদি স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়নে আনতে হয় তবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ এবং স্থানীয় অর্থনীতির সুবিধা বিবেচনায় এনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, যা কেবল কমিউনিটি ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সম্ভব। শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষকে প্রকৃতি চাহিদা বিবেচনায় এনে মডেল তৈরি করে সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য এলাকাভিত্তিক শিল্প এলাকা গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। সে এলাকা নির্ধারণে কৃষি ভিত্তিক জমি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়তে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। বিসিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো টেকসই করার জন্য ইতোমধ্যেই জোর প্রদেয় চালিয়ে যাচ্ছে। বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিসিকের যৌথ উদ্যোগে সারাদেশে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশা করা যায় সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

বিসিক ভবনে ৫ দিনব্যাপী হেমন্ত মেলা ও কারুশিল্প প্রদর্শনীতে উদ্যোক্তাদের ব্যাপক সাড়া

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর উদ্যোগে মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনে গত ৫ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর ১৭ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী হেমন্ত মেলা ও কারুশিল্প প্রদর্শনী হয়েছে। বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত মেলা ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিকের পরিচালক (বিপণন) জনাব মোঃ রেজাউল করিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিসিকের প্রধান নকশাবিদ বেগম মনোয়ারা খাতুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিসিকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, কুটির ও হস্তশিল্পখাতের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য মেলায় ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী আকর্ষণীয় নতুন নতুন মানসম্পন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিসিক থেকে কারুশিল্পীদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, ক্রেতা সাধারণের নিকট পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কারুশিল্পীরা আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। নতুন ডিজাইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে অবগত করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে নকশা কেন্দ্রকে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করার জন্য নির্দেশ দেন।



বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার মেলায় পণ্য প্রদর্শনী দেখছেন

বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা-সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটিয়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই বিসিকের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বিসিক কর্তৃক অন্যান্য কাজের পাশাপাশি নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে রুক ও বাটিক প্রিন্ট, স্ক্রীন প্রিন্ট, পুতুল তৈরি, মৃৎ শিল্প, প্যাকেজিং শিল্প, বাঁশ-বেতের কাজ, পাটজাত হস্তশিল্প, চামড়া জাতপণ্য, ধাতব শিল্প, বুনন শিল্প ও ফ্যাশন ডিজাইন ইত্যাদি ১৩টি ট্রেডে এপর্যন্ত ২৮ হাজার ৫৩৮ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে নকশা উদ্ভাবন ও নমুনাকরণ ৩৩ হাজার ১৮৪ টি, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে ১৭৩টি, শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান ২৭৫ জনকে এবং ত্রৈমাসিক মেলার আয়োজন করা হয়েছে ৫৯টি।

বিসিকের নকশা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় বিভিন্ন ধরনের পোশাক, নকশাকাঁথা, তাঁতের ও জামদানি শাড়ী, পাটজাত হস্তশিল্প, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত মধু, খাদ্যজাতসামগ্রীসহ হস্ত ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের বিপুল সমারোহ ঘটেছে। মেলা উপলক্ষে বিসিকের জয়নুল আবেদিন প্রদর্শন কক্ষে কারুশিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়ে চলছে কারুশিল্প প্রদর্শনী। মেলায় বিভিন্ন ধরনের হস্ত ও কুটির শিল্প পণ্যের ৫০টি স্টল স্থান পেয়েছে।



প্রযুক্তি বার্তা

আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দাশিয়ারছড়ায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার দাশিয়ারছড়া এলাকায় (ভূতপূর্ব ছিটমহল) বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ২টি ট্রেডে ৩ মাসব্যাপী ১টি ও ২ মাসব্যাপী ১টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স চলছে। শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, কুড়িগ্রামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো হচ্ছে: সেলাই ও কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্স (৩ মাসব্যাপী) এবং ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং এন্ড মটর ওয়েভিং (২ মাসব্যাপী)। সেলাই ও কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্সটি গত ১৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে এবং হাউজ ওয়ারিং এন্ড মটর ওয়েভিং-এর কোর্সটি ১৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে শুরু হয়েছে। প্রতি কোর্সে ১৫জন করে মোট ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১৮ ও ১৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে শুরু হওয়া ২টি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক (প্রযুক্তি) প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাশিয়ারছড়া ছিটমহলে অনুষ্ঠিত জনসভায় দাশিয়ারছড়ার উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিতে বিসিক কর্তৃক গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে উল্লেখিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

দীর্ঘ বঞ্চনায় ভারাক্রান্ত দাশিয়ারছড়াবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিসিকের এই প্রশিক্ষণ বিশেষ অবদান রাখবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাশিয়ারছড়ার উদ্যোক্তাদের খাবলধী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের নিজ নিজ ট্রেডে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিসিক-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের অবদানকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে দেশের ১৪টি জেলায় ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ কোর্স নির্ধারিত হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ২,৩ এবং ৬ মাস মেয়াদে রিপেয়ারিং ইলেকট্রনিক্স ওডস, রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার রিপেয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং এন্ড মটর উইভিং, ফিটিং কাম মেশিন শপ প্রাকটিসেস এন্ড ওয়েভিং, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ রিপেয়ারিং, কম্পিউটার অফিস প্যাকেজ এন্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং, কাটিং ও সেলাই প্রশিক্ষণ, ফুড প্রেসিং, বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-সর্বমোট ১২টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। বর্ণিত ট্রেডে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১৫টি কেন্দ্র ২০৯টি কোর্সে ৩৫৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রায় কোর্স এবং প্রশিক্ষণার্থী ভিত্তিক অগ্রগতির হার ৪৭%

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		কোর্স সংখ্যা (টি)	মোট প্রশিক্ষণার্থী (জন)	কোর্সের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা।	১৪	২৪০	৮	১০৩
২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী।	২৫	৪৬৫	১৪	২৯১
৩	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল।	১৭	৩১০	৫	৬৬
৪	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লা।	৮	১২০	৪	৭৪
৫	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ।	৩৩	৫৪৫	১৪	২২১
৬	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুড়া, রাজশাহী।	২২	৩৭০	১২	২০০
৭	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর।	৯	১৫০	৩	৫০
৮	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাবনা।	১৯	৩৪০	১১	১৯৫
৯	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বি-বাড়িয়া।	৭	১০৫	২	৩০
১০	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফেনী।	৭	১১৫	৩	৪৫
১১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলফামারী।	১১	১৮০	৫	৮৪
১২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী।	১০	১৭৫	৬	১১৫
১৩	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল।	১১	১৮৫	৬	১১০
১৪	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট।	১২	২০০	৪	৬০
১৫	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্কিটি, বিসিক, ঢাকা।	৪	৬০	২	৩০
মোট=		২০৯টি	৩৫৬০জন	৯৯টি	১৬৭৪জন

“হস্ত ও কারুশিল্প উন্নয়নে বিসিকের প্রাসঙ্গিক ভাবনা”

শাহ নূরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), বিসিক, ঢাকা।

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্রসহ নানা উপকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। যুগে যুগে এসব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে যুক্ত হয়েছে শৈল্পিক চেতনা, যা প্রয়োজনীয় উপকরণকে করে তুলেছে আরও নান্দনিক ও আকর্ষণীয়। এই শৈল্পিক চেতনা বা শিল্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে সৃষ্টি করেছে অনন্য সাধারণ সব শিল্পপণ্য। হস্ত ও কারুশিল্প তন্মধ্যে অন্যতম সৃষ্টি। এভাবে শৈল্পিক বিকাশের ধারাবাহিকতায় বহু প্রাচীনকাল হতে বাংলার হস্ত ও কারুশিল্প (Handicrafts) সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। বাংলার কারুশিল্প এক সময়ে মিসরসহ যাবতীয় উন্নত সভ্যতায় নিজেদের পদচিহ্ন এঁকে দিতে সক্ষম হয়। বাংলার মসলিন, বাংলার মৃৎশিল্প বিশ্বের অনেক দেশে তখনো রপ্তানি হতো।

শিল্পের নিবন্ধন, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, নকশা ও প্রযুক্তি সহায়তা, বিপণন ও ঋণ সহায়তাসহ এ খাতের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কাজের দায়িত্ব পালন করছে বিসিক। অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা ও সংগঠনের (Trade body) সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে বিসিক নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। আর ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পখাতকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিসিকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কারণ এ শিল্প খাতের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত করা, এ শিল্প খাতের পুনরুজ্জীবিতকরণ, তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং পণ্য নির্দেশক সুরক্ষা প্রদান জরুরি। এজন্য হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালাকে পরিকল্পনায় (Action Plan) রূপান্তর করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বিসিক সে দায়িত্ব পালন করছে।



বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলায় হস্ত ও কারুশিল্পের প্রদর্শন

বাংলার হস্ত ও কারুশিল্প প্রবর্তিত হয়েছে বংশানুক্রমে। এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়েছে এই কর্মদক্ষতা, গৃহিত হয়েছে পারিবারিক পেশা হিসেবে। তাই বলা যায়, এই শিল্পের মান আজও প্রায় অক্ষুন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নত থেকে সমুন্নত হয়েছে। সহজলভ্য কাঁচামাল আর সরল উৎপাদন পদ্ধতি এই শিল্পকে করেছে সমাদৃত। বাংলার ভৌগলিক পরিবেশের ভিত্তিতে মাটি, পানি, আবহাওয়া, কাঁচামাল, মেধা ও কারিগরি দক্ষতাকে কেন্দ্র করে অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন কারুপণ্যের বিকাশ লাভ করে। তন্মধ্যে বুনন শিল্প, কারুশিল্প, পাট শিল্প, মৃৎশিল্প, চামড়া শিল্প, বাঁশ শিল্প, ধাতব শিল্প, ঝাঁশ জাতীয় শিল্প ইত্যাদি অন্যতম। বাংলাদেশে বর্তমানে হস্ত ও কারুশিল্পের নতুন নতুন পণ্য, বিচিত্র পণ্য ও গুণগতমান সম্পন্ন পণ্যের এক বিশাল বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের বাইরেও এসব অনেক পণ্য রপ্তানি হচ্ছে।

হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য দু ধরনের – একটি হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এবং অন্যটি হচ্ছে নতুনভাবে সৃষ্ট। কারুশিল্প নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দু'টোর সমন্বয়ে আরও বিচিত্র পণ্যের (Variety of Products) সমারোহ ঘটবে। হস্ত ও কারুশিল্প দ্রুত উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে নীতিমালা তৈরি করা হয়। এই নীতিমালা অনুসারে হস্ত ও কারুশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority) হিসেবে বিসিক কাজ করে যাচ্ছে।

পরিকল্পনার কর্মসূচি বা অংশ হিসেবে হস্ত ও কারুশিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রকল্প (DPP) প্রণয়নের কাজ চলছে। হস্ত ও কারুশিল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এসব পণ্য জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরিচয় তুলে ধরে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও এখাতের পণ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। যার কারণে দেশীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে স্থানীয় দক্ষতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হস্ত ও কারুশিল্পীদের আইনি ও আর্থিক সহায়তা এবং রাজস্ব প্রদান প্রদান, হস্ত ও কারুপণ্য এবং কারুশিল্পীদের একটা জাতীয় তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন, হস্ত ও কারুপণ্য ভিত্তিক উন্নয়ন-গবেষণা, নকশা-নমুনা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এছাড়াও বিপণন কর্মসূচি হিসেবে দেশব্যাপী মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের প্রাতিংগে জোর দেওয়া, জিআই নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা, বছরে একটি দিনকে হস্ত ও কারুশিল্প দিবস (National Craft Day) হিসেবে ঘোষণা করা এবং ঐ দিন কারুশিল্পীদের মধ্যে থেকে জাতীয় শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।



প্রযুক্তি বার্তা

দেশের বিমান বন্দরসমূহে হস্ত ও কারুশিল্পের শো-রুম খোলা, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে হস্ত ও কারুশিল্পের কারুপণ্যের প্রদর্শন ও মেলায় আয়োজন করা, হস্ত ও কারুশিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা, ক্রাফট ইনস্টিটিউট (Craft Institute) স্থাপন করত: পণ্যের মান ও নকশা উন্নয়ন, নতুন নতুন প্রযুক্তি আহরণ ও নকশার উদ্ভাবন, পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ও গুণগতমান উন্নয়ন, কারুপণ্যী স্থাপন, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা তৈরি (Capacity Building), কারুশিল্প পণ্যের সমন্বিত একটি ক্যাটালগ (Catalogue) তৈরি করা এবং তা হালনাগাদ করা, কারুশিল্পীদের বিদেশে মেলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার (Action Plan) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য ক্রমেই দেশ-বিদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এর বাজারও ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখন প্রয়োজন দক্ষ উদ্যোক্তা গোষ্ঠী সৃষ্টি করে এ খাতের দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ। ইতোমধ্যে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিসিক নকশা কেন্দ্র, জেডিপিপি (Jute Diversification Promotion Centre), চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, নাসিব, পাটশালা, বাংলা ক্রাফট, এসএমই ফাউন্ডেশন, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ইত্যাদি সংস্থা ও সংগঠনসমূহ প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করছে। পাট পণ্য বহুমুখী ও বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে যেমন জেডিপিপি কাজ করছে, তেমনি তাঁতশিল্প পণ্যকে আরও আধুনিক ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন ডিজাইন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ চলছে। সরকারীভাবে এ জন্য তাঁতসমৃদ্ধ এলাকা নরসিঙ্গীতে ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। বিসিকের তত্ত্বাবধানে ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে স্থাপন করা হবে হস্ত ও কারুশিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও জাদুঘর, যা সরকারের পরিকল্পনাধীন আছে।

বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য “জামদানি” ইতোমধ্যে জিআই পণ্য হিসেবে সর্ব প্রথম নিবন্ধন পেয়েছে। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় এই শিল্পের উৎপত্তি বিকাশ ঘটে প্রাচীনকাল থেকে। এখনো কয়েক হাজার তাঁতী এই শিল্পের সাথে জড়িত। এই শিল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রতি বছর ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিসিকের উদ্যোগে জামদানি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জামদানি শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে এখাতে কারুশিল্পীদের অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান, উদ্যোক্তাদের পুনর্বাসন, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কারুশিল্পীদের পেশা পরিবর্তন থেকে বিরত রাখা, নতুন প্রজন্মের কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদান, টেকসই প্রযুক্তি ও নকশা উদ্ভাবনের মাধ্যমে জামদানি পণ্যের গুণগতমান ও উৎকর্ষতা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিপণন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিসিকের তত্ত্বাবধানে একটি জামদানি শিল্প নগরী স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের আর একটি ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্য “শতরঞ্জি” যা শত শত বছর ধরে উৎপাদিত ও দেশ-বিদেশে বাজারজাত হয়ে আসছে। রংপুর শহরের নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় মূলত এই শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ। বর্তমানে এই পণ্যের চাহিদা ও বাজারের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে এবং বিশ্বের ৫৫টি দেশে তা রপ্তানি হচ্ছে। প্রায় ৫০০০ জন দক্ষ শ্রমিক, কারিগর ও উদ্যোক্তা এই শিল্পের সাথে জড়িত। বিসিকের উদ্যোগে এক সময় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্যকে পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

বর্তমানেও এই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি “কারুপণ্য রংপুর লিঃ” এই নামে জনাব মোঃ শফিকুল আলম সেলিম শতরঞ্জি পণ্যের উৎপাদন ও বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। শতরঞ্জিকে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের জন্য বিসিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। এছাড়াও বাংলার নকশি কাঁথা, খাদি বস্ত্র, সূচি শিল্প, বাঁশ বেতের পণ্য, পাটজাত পণ্য, মৃৎশিল্প, ধাতব শিল্প, কাঠখোদাই শিল্প, শীতল পাটি, বুটিক ও বাটিক ইত্যাদি হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার ও সুনাম এবং বিদেশে এর বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বছরই। এগুলো সবই বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ, মেধা ভিত্তিক ও ঐতিহ্য ভিত্তিক সম্পদ। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি, নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি ও দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। এর মূলে অনুঘটকের কাজ করে চলছে বিসিক। ১৯৬০ সালে বিসিকের নকশা কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরুর মধ্যে দিয়ে হস্ত ও কারুশিল্প বিকাশের নব যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজও বিসিক হস্ত ও কারুশিল্পের পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিকের শিল্প বিকাশের কাজের অন্যতম অংশ হচ্ছে হস্ত, কারু ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ।

লেখক : মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), বিসিক, ঢাকা।



বিসিকের জামদানি শিল্পনগরীতে জামদানি শাড়ি তৈরির কাজ করছেন একজন জামদানি কারুশিল্পী

লেখা আহবান

প্রযুক্তি বার্তায় প্রকাশের জন্য বিসিকের সকল কার্যালয় থেকে প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংবাদ এবং নতুন চিন্তা-ভাবনা ও মতামত থাকলে তা তুলে ধরে প্রযুক্তি বার্তা, প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sarufh@gmail.com বরাবরে লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্পাদক



প্রযুক্তি বার্তা

বিসিকের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র
ঢাকার উদ্যোগে উদ্যোক্তা উন্নয়ন
প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে গত ২৮-১০-১৭ হতে ৩০-১০-১৭ তারিখ পর্যন্ত শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, ঢাকার উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপি “উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স” ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, বিসিক, মিরপুর, ঢাকা’র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, ঢাকা’র উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ নাজিমুল আবেদীন এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের পরিচালক (উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) জনাব জীবন কুমার চৌধুরী। এছাড়াও বিসিকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিসিকের চেয়ারম্যান বলেন “ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মূখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিক অত্যন্ত সফলতার সাথে উদ্যোক্তা উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি খাতের নতুন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির অংশ হিসেবে আজকের এই প্রশিক্ষণ। সবাইকে মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ নিতে আহবান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জনাব জীবন কুমার চৌধুরী বলেন প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তারাই হবেন সফল শিল্প মালিক। এছাড়াও তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সফল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতির বক্তৃতায় জনাব নাজিমুল আবেদীন বলেন “বিসিক সব সময় নতুন ও আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে। প্রতিষ্ঠিত শিল্প উদ্যোক্তাদের অনেকেই বিসিকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবায়নে মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সবাইকে আহবান জানান। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৫০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

“শিল্পে পরিবেশ সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : বাংলাদেশে শিল্পে পরিবেশ দূষণ একটি মারাত্মক সমস্যা। পরিবেশ দূষণ থেকে দেশকে রক্ষা করার তাগিদে বিসিক বিভিন্ন শিল্প নগরীতে অবস্থিত শিল্প কারখানার মালিক-কর্মচারীদের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে প্রতি বছর বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক সারাদেশে ৬ টি করে “শিল্পে পরিবেশ সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায় “শিল্পে পরিবেশ সচেতনতা” শীর্ষক ২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ জেলায় গত ২৬-১১-২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ শাহদাত হোসেন। সেমিনারে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন বিসিক এর সচিব জনাব এ.কে.এম. মাসুদুজ্জামান ও প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক এর মহাব্যবস্থাপক প্রকৌঃ মোঃ শফিকুল আলম। সেমিনারে ৬৬ জন শিল্প মালিক ও কারিগর অংশগ্রহণ করেন। সিলেট চেম্বার এর সভাপতি খন্দকার সিপার আহমেদ এর সভাপতিত্বে অপর একটি সেমিনার গত ১৪-১২-২০১৭ তারিখে সিলেটের চেম্বার ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিক এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক এর মহাব্যবস্থাপক প্রকৌঃ মোঃ শফিকুল আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম বলেন যে, পরিবেশ দূষণের কারণে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। জীবজগতের স্বাভাবিক এবং ক্রমাগত বিকাশ ব্যাহত হয়। সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে পরিবেশ দূষণ রোধের আহবান জানান। সেমিনারে বিসিক শিল্পনগরীসহ জেলার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৫৪ জন শিল্প মালিক-কারিগর অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এর সিনিয়র এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ডঃ জাহির বিন আলম। উভয় সেমিনারেই বিজ্ঞ আলোচকগণ শিল্পে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সকলের সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সিইটিপি/ইটিপি স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সবার বসবাসের উপযোগি সুন্দর একটি বাংলাদেশ গড়ার জন্য আহবান জানান।

দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগের সাব-কন্ট্রাকটিং শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে

প্রযুক্তি বার্তা প্রতিবেদন : দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নাই। দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই সম্ভব রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগের সাব-কন্ট্রাকটিং শাখার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা (বিসিএসআইআর) এবং ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অগ্রানাইজেশন (এনপিও) এর সাথে বিসিকের যৌথ উদ্যোগে স্বল্প মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, সরকারি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র (বিটাক) এ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং, বেসিক ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ, মেশিন সপ প্রাকটিসেস এন্ড ওয়েল্ডিং, মোবাইল ফোন রিপারিং, অটোমোবাইল রিপারিং, রেক্রিয়ারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন রিপারিং এবং ইলেকট্রনিক্স ওডস মেরামত ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। বিসিক এবং বিসিআইআর এর সাথে যৌথ উদ্যোগে খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণে কার্যক্রম রয়েছে, যেখানে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ লক্ষনীয়। খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে নিয়ে অনেক নারী উদ্যোক্তা স্বাবলম্বী হয়েছে, এবং এ সেक्टरেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ। এনপিও এর সাথেও বিসিকের যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে, যেখানে বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীগণ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।





প্রযুক্তি বার্তা

আয়োডিন সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসা

❶ আয়োডিন কি?

আয়োডিন একটি প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ যা মানব খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। আয়োডিনকে অনুপুষ্টি/মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বলা হয় (ভিটামিন-এ এবং আয়রন এর মত), কারণ এটি খুব অল্প পরিমাণে আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন।

❷ আয়োডিনযুক্ত লবণ কি?

আয়োডিনযুক্ত লবণ হচ্ছে সাধারণ লবণ যাতে খুব সামান্য পরিমাণ আয়োডিন যোগ করা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণের স্বাদ, গন্ধ এবং আকার ঠিক সাধারণ লবণের মতই এবং একইভাবে ও একই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। আয়োডিনের অভাবজনিত রোগসমূহ প্রতিরোধ করতে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহৃত হয়।

❸ একজন মানুষের সাধারণত কতটুকু আয়োডিন প্রয়োজন?

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন। গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করা দরকার (গড়ে ২০০ মাইক্রোগ্রাম)। একজন মানুষের ৭০ বছর জীবনকালে ১ চা চামচের (৫ গ্রাম) থেকে কম পরিমাণ আয়োডিন প্রয়োজন। যেহেতু মানবদেহে আয়োডিন জমা রাখার কোনো অঙ্গ নাই, তাই আমাদের প্রাত্যহিক খাবারে নিয়মিতভাবে আয়োডিন থাকা জরুরি। আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবারের প্রাকৃতিক উৎসসমূহ হচ্ছে মাছ, মাংস, শাক-সজি, দুধ, খাদ্য শস্য এবং পানি।

❹ মানবদেহে কিভাবে আয়োডিন ঘাটতি হয়?

আমাদের প্রয়োজনীয় আয়োডিন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আয়োডিন সমৃদ্ধ মাটিতে উৎপাদিত শস্যসমূহ এবং মাছ ও সামুদ্রিক শৈবাল থেকে আসে। সুতরাং, যখন কোনো এলাকার মাটিতে আয়োডিনের ঘাটতি থাকে তখন, ঐ এলাকার শস্য প্রয়োজনীয় আয়োডিনের ঘাটতি থাকে। যেসব মানুষ এ জাতীয় শস্য নিয়মিত খায় তারা পরিমাণমত আয়োডিন পায় না; যার ফলে শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

❺ মানবদেহে আয়োডিন কিভাবে শোষিত হয়?

থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনের দিকের একটি গ্রন্থি। থাইরক্সিন হরমোন প্রস্তুত করতে এই গ্রন্থি দ্বারা আয়োডিন শোষিত হয়।

❻ আয়োডিন গুরুত্ব কি?

আয়োডিন হচ্ছে শক্তি ও বুদ্ধির প্রতীক। মস্তিষ্ক এবং শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, উন্নতি সাধন ও কর্মক্ষম রাখার জন্য থাইরয়েড হরমোন গুরুত্বপূর্ণ। আয়োডিনের অভাবে এই হরমোনের ঘাটতি হয় যার ফলে অনেক রকমের ব্যাধির সৃষ্টি হয়, সম্ভবতভাবে যাকে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ সমষ্টি (IDD) বলা হয়। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, বামনত্ব, বোবা, কালা, টাঁরা এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। আয়োডিনের ঘাটতির সবচেয়ে দৃশ্যমান ও সহজবোধ্য লক্ষণ হচ্ছে গলগন্ড। গলগন্ড হচ্ছে গলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থাইরয়েড গ্রন্থি যার আকৃতি অদৃশ্যমান ফোলা থেকে অতিকায় আকৃতিও হতে পারে।

❼ লবণে মেশানো আয়োডিন কি খোলা রাখলে বা সাধারণ তাপে উড়ে যায়?

না। আয়োডিনযুক্তলবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণে লবণের সাথে পটাশিয়াম আয়োডেট মিশানো হয় যা একটি স্থায়ী যৌগ। ফলে আয়োডিনযুক্তলবণ খোলা অবস্থায় রাখলে বা সাধারণ তাপে আয়োডিন উড়ে যায় না। তবে পানির সংস্পর্শে লবণে আয়োডিনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

❶ একজন গর্ভবতী মহিলার খাবারে পর্যাপ্ত আয়োডিন থাকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মস্তিষ্ক ও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য আয়োডিনের নিয়মিত সরবরাহ প্রয়োজন। শুধু মা-ই পারে এটি সরবরাহ করতে। কিন্তু মার যদি আয়োডিন ঘাটতি থাকে তবে শিশুও আয়োডিনের ঘাটতি সম্পন্ন হবে। যদি মায়ের আয়োডিন ঘাটতি খুব বেশি হয়, তবে শিশুর মস্তিষ্ক এবং দেহের গুরুতর ও স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয়, শিশুটি খর্বকায় হয় এবং স্বাভাবিকভাবে গুনতে, কথা বলতে কিংবা চিন্তা করতে পারেনা। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনের ঘাটতির ফলে অকাল গর্ভপাত কিংবা মৃতশিশুর জন্ম হতে পারে। মস্তিষ্কের বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হচ্ছে গর্ভধারণ থেকে জন্মের প্রথম তিন বছর পর্যন্ত। এই সময়কালে সঠিক পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

❷ শিশুর আয়োডিন ঘাটতি কি বিদ্যালয়ে তার ফলাফলকে প্রভাবিত করে?

যদিও স্বল্প আয়োডিন ঘাটতিসম্পন্ন শিশুকে দেখতে স্বাভাবিক মনে হলেও, সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তার সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। যে সকল শিশু আয়োডিনের অভাবজনিত পরিমন্ডলে বাস করে তাদের বুদ্ধি (IQ) যারা আয়োডিন পর্যাপ্ত পরিমন্ডলে বসবাস করে তাদের তুলনায় প্রায় ১৩.৫ বুদ্ধি (IQ) কম হয়, যা তার বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

❸ আয়োডিনের বাহন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে কেন?

লবণ হচ্ছে খাদ্যে আয়োডিনযুক্তকরণের জন্য একটি আদর্শ বাহন, কারণ সাধারণত একজন মানুষ প্রতিদিন এবং মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণে লবণ ব্যবহার করে। এজন্য লবণ হচ্ছে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম এবং অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এটি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লবণে আয়োডিনযুক্তকরণের প্রযুক্তি সহজ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। আয়োডিন যোগ করার ফলে লবণের আকার, বর্ণ ও স্বাদে কোন প্রভাব পড়েনা এবং ভোক্তারা এটি স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে।

❹ প্রচলিত ঔষধের মত আয়োডিনকে আলাদাভাবে গ্রহণ করা যায়না কেন?

আয়োডিন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যদিও এটি খুবই সামান্য পরিমাণে দরকার, কিন্তু এটি নিয়মিত এবং প্রতিদিন প্রয়োজন। যদি এটিকে ভিটামিন কিংবা অন্যান্য ঔষধের মত গ্রহণ করা হয়, তবে জীবনের পুরো সময়ই নিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। লবণ এমন একটা দ্রব্য যা প্রত্যেকে প্রতিদিন গ্রহণ করে। প্রত্যেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ (গড়ে ১০ থেকে ১৫ গ্রাম) লবণ গ্রহণ করে থাকে। যদি এই লবণ আয়োডিনযুক্ত হয় তবে সবাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় আয়োডিন পাবে।

❺ গৃহপালিত পশুপাখির জন্যও আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করা প্রয়োজন আছে কি?

হ্যাঁ। আয়োডিনের ঘাটতি মানুষের মত গৃহপালিত পশুপাখির উপরেও প্রভাব ফেলে। আয়োডিনযুক্ত লবণ পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মৃত বাচ্চা প্রসব ও অকাল গর্ভপাত রোধ করে। এছাড়াও যেসব পশুকে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ানো হয় তাদের মাংস ও দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিন পাওয়া যায়।



বুদ্ধিদীপ্ত থাকতে চাই
আয়োডিনযুক্ত লবণ খাই





প্রযুক্তি বার্তা

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রহ বাড়ছে

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকাস্থ খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএফএসটি) এর সেমিনার কক্ষে গত ৭-৯ নভেম্বর ২০১৭ এবং ১৯-২১ ডিসেম্বর ২০১৭ সময়কালে ২ ব্যাচে ৩ দিন ব্যাপী “খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াকরণ” বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ২ ব্যাচে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নারী উদ্যোক্তা। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী দিবসে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার। আইএফএসটির পরিচালক ডঃ মোঃ জহুরুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের প্রযুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম, অনুষ্ঠানে বিসিকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং বিসিএসআইআরের বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বিসিএসআইআরের সদস্য (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুল মাবুদ উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন।



প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ

প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান বলেন-প্রশিক্ষণার্থীদের বেশীর ভাগই নারী উদ্যোক্তা এটি একটি ইতিবাচক দিক। নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যে আইএফএসটির পরিচালক ডঃ মোঃ জহুরুল হক বিসিকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিসিএসআইআর কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি বিসিকের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের নিকট সম্প্রসারণের সহায়তাকরণে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিসিকের পরিচালক (প্রযুক্তি)র অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি



জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল

বিসিকের পরিচালক (প্রযুক্তি) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ১৬ জুন বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/প্রশাসক এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, উপ-সচিব ও যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত গণিতে এম এমসি ডিগ্রি লাভ করেন।

বিসিক কম্পিউটার ল্যাবে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারী অফিসের কার্যক্রমে গতি, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদান ও কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব অফিস সৃষ্টি করতে ই-ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এরই অংশ হিসেবে বিসিক ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে অফিসের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিক আইসিটি সেল এর উদ্যোগে ঢাকাস্থ নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।



ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার ইতোমধ্যে বিসিক প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ৫টি ব্যাচে মোট ১২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিসিক লাইভ সার্ভারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধাপে ধাপে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকেও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টা:

মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার চেয়ারম্যান, বিসিক।

সম্পাদকীয় বোর্ড:

মোঃ মোস্তফা কামাল পরিচালক (প্রযুক্তি), বিসিক।

মোঃ হাবিবুর রহমান পরিচালক (অর্থ), বিসিক।

মোঃ রেজাউল করিম পরিচালক (বিশ্বণ), বিসিক।

প্রকৌ. মোঃ শফিকুল আলম মহাব্যবস্থাপক (প্রযুক্তি), বিসিক।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস), বিসিক।

সম্পাদক:

সরোয়ার হোসেন উপ-ব্যবস্থাপক, প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক।

সহযোগী

সম্পাদক: মোঃ কামরুল হক সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক।